

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

ঔষধের ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯- এর প্রয়োগের বিষয়ে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহাপরিচালক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
স্থান	ঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	ঃ ১ এপ্রিল, ২০১৮, বিকাল: ৩:০০ ঘটিকা।
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গের তালিকা	ঃ পরিশিষ্ট-ক।

মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সভা আহ্বানের পটভূমি উপস্থাপন করেন।

সভার আলোচনাঃ

১. BCDS এর পক্ষ হতে বলা হয়-

- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিম ফার্মেসীতে অভিযান পরিচালনা কালে ঔষধের শেফে স্বল্প পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ পেলে ৫০০ হতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করেন। তারা অনুরোধ করেন, ১-২ পাতা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ পাওয়া গেলে যেন তাদেরকে সতর্ক করা হয় বা ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। প্রথমবারের জন্য যেন সুযোগ দেওয়া হয়।
- তারা আরোও বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিম গেলে তাদের সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও যায়। তাদের ফার্মেসী তল্লাশী হয়। এতে করে তাদের সম্মান হানি হয়। তারা প্রস্তাব করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ একত্রে অভিযানগুলো পরিচালনা করার জন্য।
- তারা বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে ভোক্তারা অভিযোগ করলে বিচার হয়। কিন্তু ফার্মেসীতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিম গেলে সরাসরি জরিমানা করেন। কিছু বলার সুযোগ থাকে না। একই দিনে একই সাথে পাশাপাশি ৫-৬ টি ফার্মেসী অভিযুক্ত হয় এবং দেখা যায় অভিযোগকারী একজনই জনাব ফারুক হোসেন। তারা বিষয়টি তদন্তের দাবি করেন।
- তারা জানান, ঢাকার উত্তরাতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জমিরানা করেছেন কিন্তু রিসিপ্টে কর্মকর্তার সিল ছিল না, শুধু স্বাক্ষর ছিল- এরূপ একটি রিসিপ্ট উপস্থাপন করেন।
- তারা আরও জানান, ০১৬১৮৭৪৪৩৩৩ নম্বর হতে জনাব শফিক নামে জনৈক ব্যক্তি স্কাইলাইন ফার্মেসীকে ফোন করে আজ দুপুর ১২টার মধ্যে ১৫০০০/- টাকা বিকাশে পাঠাতে বলেছে। না হলে ঐ ফার্মেসীতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান হবে বলে ভয় দেখিয়েছেন।
- তারা জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর টিম ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ছোট ফার্মেসীগুলোতে যায় না।
- অনেক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মোড়কের MRP কেটে বা MRP এর নতুন স্টিকার বসিয়ে ফার্মেসীতে ঔষধ সাপ্লাই দেয়। যেমনঃ বেঞ্জিমকো ফার্মা বাইজোরানের MRP এর উপরে নতুন MRP এর স্টিকার বসিয়ে

সাপ্লাই দিচ্ছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলেন, ইতোমধ্যেই বেক্সিমকো ফার্মাকে এ কারনে Show Cause করা হয়েছে। তিনি MRP ও Product এর ক্রাইসিস সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে DGDA কে জানাতে বলেন।

২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন প্রতি মঙ্গলবার ভোক্তা অধিকারের কার্যালয়ে গণশুনানী হয়। তিনি উক্ত গণশুনানীতে অভিযোগসমূহ উপস্থাপনের প্রস্তাব করেন।

- তিনি বলেন, অপরাধের ধরনের উপর ভিত্তি করে ভোক্তা অধিকারে ৫০০ হতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। একই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে জরিমানা দ্বিগুন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইনটি সংশোধনের প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর উত্তরার অভিযানের বিষয়ে তিনি বলেন উক্ত কর্মকর্তার সঙ্গে সিল না থাকার কারণে তিনি রিসিপ্ট সিল দিতে পারেনি। বিষয়টি তারা দেখবেন বলে জানান।
- তিনি আরোও বলেন, জনাব ফারুক হোসেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ক্যামেরাম্যান। সে অভিযানের সময় সাথে থাকে তাই Prosecution দেয়।
- তিনি বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানেন না কোনটা ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসী। তারা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করেন। সময়ের স্বল্পতার কারণে তারা সব ফার্মেসীতে যেতে পারেন না। বড় ফার্মেসীতে Customer বেশী থাকে, ঔষধ বেশী থাকে এজন্য তারা অভিযান বড় ফার্মেসীগুলোতে বেশী পরিচালনা করে থাকেন।
- তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dgcrp.gov.bd) সকল কর্মকর্তার ছবিসহ নামের তালিকা প্রকাশিত আছে।
- তিনি মনে করেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ফার্মেসীতে সংরক্ষণের বিষয়ে ফার্মেসীর মালিকদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।
- তিনি বলেন, MPR কেটে বা MRP এর স্টিকার লাগিয়ে কোন কোম্পানী ঔষধ সরবরাহ করলে সাথে সাথে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দাখিল করতে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণের জন্য বস্ত্র করতে হবে যা তালাবদ্ধ থাকবে এবং লিখে রাখতে হবে “মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রির জন্য নয়।” তিনি বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রোগীর কাছে বিক্রি না করার বিষয়ে আরোও সচেতন হতে হবে।

৩. নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সরোয়ার আলম বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ শেফে রাখা যাবে না। ভুলক্রমে একটা Expired ঔষধ রোগীকে দিলে রোগী মারাও যেতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

তিনি আরোও বলেন, কোন কোন প্রতিষ্ঠান Supply Chain এর মাধ্যমে ঔষধ বিক্রি না করে মিডফোর্ডে ঔষধ বিক্রি করছে এবং ঔষধের ক্রাইসিস তৈরী করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরোও বলেন, অভিযান হবে এই ভয় দেখিয়ে কেউ টাকা চাইলে বিষয়টি সরাসরি র‍্যাবকে জানাতে।

৪. পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের পক্ষ হতে বলা হয়, ঔষধ একটি জীবন রক্ষাকারী পণ্য। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ শেফে অন্য ঔষধের সাথে রাখা যাবেনা। ফার্মেসী মালিকদের অভ্যাস পরির্তন করতে হবে।

৫. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধি বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা যাবে না বা আলাদা জায়গায় রাখতে হবে-এ বিষয়টি যেহেতু আইনে আছে- এটা অগ্রাহ্য করার কোন সুযোগ নেই। যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ফিল্ডে কাজ করেন তখন তাদের অপরাধ দেখেও আইন প্রয়োগ না করার কোন সুযোগ নেই।

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বলা হয় ঔষধ যেহেতু জীবন রক্ষাকারী পণ্য এখানে ভুল করার কোন সুযোগ নেই। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রির জন্য সংরক্ষণ করা যাবে না।
৭. জনাব মোঃ রুহুল আমিন, পরিচালক (চঃদাঃ), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলেন, ফার্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ পৃথক করে তালাবদ্ধ অবস্থায় লেবেল করে “মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের জন্য নয়” রাখলে সে ক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তিনি আরোও বলেন, ফার্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এর রেজিস্টার মেইন টেইন করতে হবে। কত দিনের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ফেরত দিবে তার তারিখ রেজিস্টারে উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও ফার্মেসীতে শেফে ঔষধ সাজানোর বিষয়ে First In First Out (FIFO) পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত বলে তিনি প্রস্তাব করেন।
৮. পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া বলেন, ফার্মেসীর Documentation System উন্নত করা প্রয়োজন।
৯. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলেন, ফার্মেসীতে ঔষধ সংরক্ষণের জন্য কাইজেন থিওরি বা 5s (sort, set in order, shine, standard and sustain theory) অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের Recall System থাকে। মিডফোর্টে সরাসরি ঔষধ সরবরাহ করলে বা বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে ঔষধ বিক্রি করলে Recall System কাজ করে না। তিনি বলেন, অচিরেই মোহাম্মদপুর, শাহবাগ ও তেজগাঁও এর ফার্মেসীসমূহকে নকল ভেজাল মুক্ত ফার্মেসী ঘোষণা করা হবে। এ লক্ষ্যে ফার্মেসীর মালিকদের সাথে DGDA কাজ করছে। তিনি Date Expired ঔষধ ফার্মেসীতে না রাখার বিষয়ে কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করতে ফার্মেসীর মালিকদের পরামর্শ দেন। প্রতিদিন এ বিষয়টি মনিটরিং করতে বলেন।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

ক্রমিক নং	সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	১-২ পাতা অল্প পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ফার্মেসীতে পাওয়া গেলে জরিমানা কম করার বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ বিবেচনা করবেন।	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
২.	DGDA, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একসাথে মাঠ পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করবে।	DGDA, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
৩.	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ Lock & Key অবস্থায় বন্ধে রাখতে হবে এবং বন্ধের গায়ে লিখা থাকবে “মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রির জন্য নয়” এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধের রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।	BCDS, DGDA
৪.	BCDS এর পক্ষ হতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ আলাদাভাবে রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক Program করা হবে এবং ফার্মেসীর মালিকরা তাদের কর্মচারীদের ফার্মেসী সাজানো ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ আলাদাভাবে রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।	BCDS, Pharmacy Owners

ক্রমিক নং	সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫.	MRP সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে বা Product এর Market Crisis হলে DGDA কে জানানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	BCDS, DGDA
৬.	প্রতি মঙ্গলবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে গণস্বাক্ষরিত হয়। যে কোন অভিযোগ জানাতে গণস্বাক্ষরিত অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।	
৭.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgcrp.gov.bd) এ সকল কর্মকর্তার ছবিসহ নাম দেওয়া আছে। অভিযানের সময় কারও কোন সন্দেহ হলে ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	
৮.	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রোগীদের কাছে যেন বিক্রি না হয়, এ বিষয়ে ফার্মেসী কর্তৃপক্ষের সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে ঔষধ প্রশাসনের পক্ষ হতেও সার্কুলার দেওয়া হবে।	

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় মহাপরিচালক মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
 মহাপরিচালক
 ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

মহাখালী

ঢাকা-১২১২

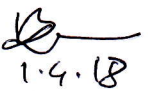
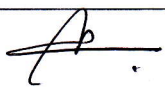
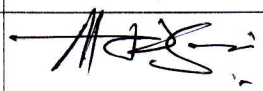
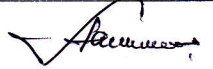
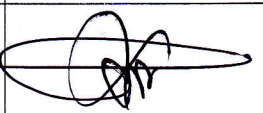
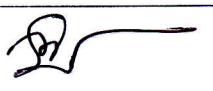
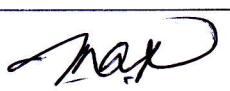
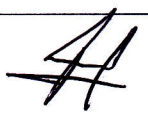
www.dgda.gov.bd

সভার উপস্থিতি

বিষয়ঃ জাতীয় আধিকার আইন অসোসি়েট সিস্টেমের ক্ষেত্রে

তারিখঃ ০২/০৪/১৮

ঘটিকাঃ ০৬:০০

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি এবং প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১.	ডাঃ বাকির আহমেদ অতি: সুনিম্ন স্তরের নিবাসী	০১৭৬৭৬৭০৩১৫ bakhir24pol@gmail.com	 1.4.18
২.	ডাঃ দারিদ্র কুমার কুন্ডু উপ-পরিচালক ৩ প্রোগ্রাম ম্যানেজার, IPHN	০১৭১১৫৭১৪৮৭. drPKKundu.BIC@gmail.com	
৩.	ডাঃ মোঃ মাহমুদ Vice-President- BCDS	০১৭১৩৪৬২৬১৮	
৪.	Anowar Hossain Hirdha. Member- BCDS	০১৭১৭-২২৬০৭১	
৫.	Sped Hossainur Islam (RASON)	০১৭১১১০১৮১৭	
৬.	MD. MEZBAHUL ISLAM President (BIPLOB) BCDS, Uthman	০১৭১২২১০৬৭৮	(Mezbaul)
৭.	Mohammed Ali. Central Members-BCDS	০১৭১১৫৩৩১৭৩	
৮.	MD. ALAUDDIN	০১৭১৫৭৩৬৮৭৫	
৯.	MD. Ghulam Hameed Sarker BCDS-Secretary Cantonment	০১৭৬৫০৪১০২৪	
১০.	MD. Mahsin Ali Khan Vice Resident BCDS, Dhaka Zilla.	০১৭১১৫৩৫৩৩৬ mahsinmedicines@gmail.com	
১১.	ZAKIR HOSSAIN RONY central executive member BCDS	০১৭১১৫৩৬৩৫৬	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

মহাখালী

ঢাকা-১২১২

www.dgda.gov.bd

সভার উপস্থিতি

বিষয়ঃ

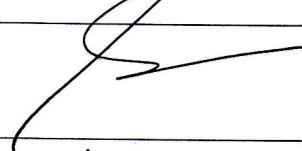
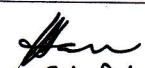
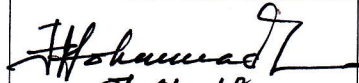
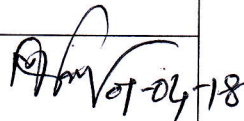
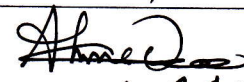
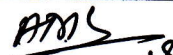
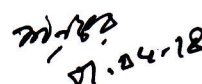
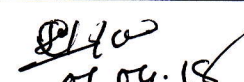
তারিখঃ ০২/০৪/১৮

ঘটিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি এবং প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
12	SWEET MAHMOUD MAHMOUD PHARMACY KRI, EXP. PALLADI	01711 67 18 19	
13	মোঃ কামরুজ্জামান মোঃ কামরুজ্জামান B.E.D.S	0192 0730098	
14	Golam Mostafa Farque - Member, B.E.D.S central committee	01711 528586	
15	Hm Amjad Uddin Khan	01711138858	
16	Golam Sarwar	01817565137	
17	কক্কি সিদ্দিকুল হোসেন	01911821686	
18	(স্বঃ ব্রজেন চন্দ্র বসু)	01715579718	
19.	Md. Sarwar Abul Magistrate, RAJ AG	01777720161	 01.4.18
20.	Subarna Shirin Assistant Commissioner Executive Magistrate, Bhakade office	01738 901234	 01.04.18
21	Md. Kamal Uddin	01799267492	
22.	A.K.M. Ghulam Kibria	01911 501090	

সভার উপস্থিতি

ঘটিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি এবং প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
23	শ্রী এম জাহাঙ্গীর ডো. ফারুজ, মিত্রপুর	০১৭১ ৩৪২৪৪২	
24	অমল্যান সিংহ, পল	০১৭৬-৭২৭২৩৪	
25	ডো. মোহাম্মদ (২য় পদ) ফারুজ, মিত্রপুর	০১৭১২৭০২০৭২	 ০১.০৪.১৮
26	ডু. মোহাম্মদ নসর (অভিযন্তা হস, গামাফো)	০১৭১১-২৬০৬৭৩	 ০১.০৪.১৮
27	ডো. মমিন হুসেইন মমিন কমিউনিটি সেন্টার, মিত্রপুর	০১৭১৭৫৪৬৪৭ momin777666@gmail.com	 ০১.০৪.১৮
28	ডু. ফারুজ ফারুজ ফারুজ, ৭১, ফারুজ	০১৭১৬১৭৩৬২৪ faruque-aub@jashoo.com	 ০১.০৪.১৮
29	ডো. মোহাম্মদ মি. টি. মিত্রপুর	০১৮১৭২৪৩৪৫০	 ০১-৪-১৮
30	শ্রী. অমল্যান মিত্রপুর	০১৭৬০৭৭০৭৪৪	 ১-০৪.১৮
31	ডো. মোহাম্মদ (মি. মোহাম্মদ মিত্রপুর)	০১৭১৫১৬৬০১৭	 ০১-০৭-১৮
32	ডো. মোহাম্মদ মি. মোহাম্মদ ২	০১৭২৪০৪০৫৫৫	 ০১.০৪.১৮
33	Jogendra Chandra Kuraker Popular Medical Store Sheelbigh, Dhaka	০১৭৭৭১৭৪৪৬৫	 ০১.০৪.১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

মহাখালী

ঢাকা-১২১২

www.dgda.gov.bd

সভার উপস্থিতি

বিষয়ঃ

তারিখঃ

ঘটিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি এবং প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
34.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক স্বাক্ষরকর ডাঃ- কামাল হোসেন	01926-84375	Asim 01/04/18
35.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক স্বাক্ষরকর ডাঃ- কামাল হোসেন	01819425855	ব্রজেন চন্দ্র 01/04/18
36.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক স্বাক্ষরকর ডাঃ- কামাল হোসেন	01924713188	জিহাদ 01/04/18
37.	MD- FARID UDDIN	01916359035	##
38.	MD. FAIZ-AMMED CHW	01710877333	ফায়েজ
39.	Md Habibur Rahman	01954022171	হাবিবুর
40.	Shaha Rana da prashna	01916745460 01712574212	শাহা 11/4/18.
41.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক স্বাক্ষরকর ডাঃ- কামাল হোসেন	01552373279	শাহা
42.	Ahamad Ali	01718066458	আহমদ
43.	Md. Shafiur Rahman Mollar Medical Center	01554311647	শাফি
44.	A.K.M Nazmul Hossain Sumiya drug House - Mirpur-10	01814741639	নাজমুল 01/04/18

সভার উপস্থিতি

ঘটিকাঃ

[illegible]